কালের কণ্ঠ

তারিখ 09 MAY 2018
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

দুর্বোধ্য সৃজনশীলে দিশাহারা শিক্ষা

- ৪১ শতাংশ শিক্ষক প্রশ্ন করতে পারেন না
- কেনা প্রশ্নে পরীক্ষা নেয় অর্ধেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
- প্রশিক্ষণে শুভংকরের ফাঁকি
- ঘাটতি নিয়েই পড়ালেখা শেষ করছে শিক্ষার্থীরা

শরীফুল আলম সুমন ▷

শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বইয়ের বিষয়বস্তু কতটা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে, তা যাচাই করতে ২০০৮ সালে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাব্যবস্থায় সনাতনি পদ্ধতি বাদ দিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি চালু করে সরকার। এই পদ্ধতিতে বলা হয়, পরীক্ষায় কী ধরনের প্রশ্ন থাকবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কোনো ধারণা থাকবে না। প্রশ্ন থাকবে নির্দিষ্ট সিলেবাস থেকে এবং তারা নিজেদের মতো করে উত্তর লিখবে। বর্তমানে প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে এই পদ্ধতি চালু রয়েছে।

কিন্তু এই সৃজনশীল শিক্ষা-পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে শিক্ষার্থীরা বাজারের নোট-গাইড-কোচিংনির্ভর হয়ে পড়ছে। শিক্ষকরাও নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্তে ক্লাসে পাঠদান এবং প্রশ্ন প্রণয়নে নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন গাইড বইয়ের ওপর। ফলে মূল পাঠ্যপুস্তক থেকে সবাই দূরে সরে যাচ্ছেন। অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে জ্ঞানার্জন। গণমাধ্যমে বহুবার প্রচার করা হয়, এসএসসির প্রশ্ন হুবহু গাইড বই থেকে করা হয়েছে। একদিকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা, অন্যদিকে গাইড বই থেকে প্রশ্নের প্রচলন হওয়ায় বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা হুমকিতে পড়েছে। গাইড বইনির্ভর ক্ষতিকর এই শিক্ষা পদ্ধতির ফলে ডিগ্রিধারী, সার্টিফিকেটসর্বস্ব একটি মেধাহীন প্রজন্ম গড়ে উঠছে।

সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি চালুর সময় বলা হয়েছিল, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, দক্ষ ও যোগ্য একদল শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা এর সুফল পাবে; কিন্তু সেটা হয়নি। রিসার্চ ফর অ্যাডভান্সমেন্ট অব কমপ্লিট এডুকেশনের (রেইস) জরিপ থেকে জানা যায়, মোট শিক্ষার্থীর এক-চতুর্থাংশই পরীক্ষার প্রশ্ন বুঝতে অক্ষম। তাদের কাছে কঠিন মনে হয় বিশেষ করে গণিত ও ইংরেজির মতো বিষয়গুলো। এতে আরো বলা হয়, শিক্ষার্থীদের ৯২ শতাংশই গাইড বইনির্ভর। তাদের দুই-তৃতীয়াংশ সৃজনশীল পদ্ধতি বোঝার জন্য গৃহশিক্ষকের সাহায্য নেয়। অন্যদিকে শিক্ষকদের মাত্র ৪৫ শতাংশ এ পদ্ধতি বোঝে, ৪২ শতাংশ অল্প অল্প বোঝে, ১৩ শতাংশ এ পদ্ধতি বুঝতেই পারেনি।

গত বছরের এইচএসসির জীববিজ্ঞান পরীক্ষায় একটি প্রশ্ন ছিল এমন—'রফিক গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যায়। অসাবধানতাবশত তার হাত কেটে রক্তপাত শুরু হয়। কিছুক্ষণ পর রক্ত পড়া বন্ধ হয়।' এটি হলো সৃজনশীল পদ্ধতিতে উদ্দীপকের অনুধাবনমূলক একটি প্রশ্ন। এ প্রশ্নের উত্তর জানতে বলা হয়—'উদ্দীপকের রক্তপাত বন্ধের কৌশলটি বর্ণনা করো।' মূলত এই প্রশ্নের উত্তরে রক্ত জমাট বাঁধার যে চারটি বৈজ্ঞানিক কারণ রয়েছে তা জানতে চাওয়া হয়েছে। একজন জীববিজ্ঞানের শিক্ষক গত বছর পরীক্ষার ২০৫টি খাতা দেখেছেন। এর মধ্যে মাত্র সাতজন পরীক্ষার্থী এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম ম্যানেজার	
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে